মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,
সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান,
সহযোগী অধ্যাপক, বিএইচপিআই,
ফিজিওথেরাপি বিভাগ, পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস, ২০২০

আজ ৮ই সেপ্টেম্বর, ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপির আহবানে বিশ্বের ১২২টি দেশের সাথে বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস, ২০২০। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "কোভিড-১৯ পরবর্তী ফিজিওথেরাপি পুনর্বাসন"।

ফিজিওথেরাপি বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত ও কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রচলন শুরু হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা জনপ্রিয় হতে থাকে। বর্তমানে ফিজিওথেরাপি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম জনপ্রিয়, বিজ্ঞানসম্মত ও গবেষণালব্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসা সেবা শুরু হয় স্বাধীনতাত্তোর সময়ে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। তৎকালিন RIHD বর্তমান পঙ্গু হাসপাতাল (NITOR)-এ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীতে ব্রিটিশ ফিজিওথেরাপিস্ট ও মহীয়সী নারী ড. ভ্যালরি এ টেলর পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) প্রতিষ্ঠা করেন।

ফিজিওথেরাপি বিভাগ, সিআরপি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করছে। অস্থি-সন্ধি ও মাংসপেশীর ব্যথা, স্নায়ু রোগ, শিশু রোগ, শ্বাস- প্রশ্বাস জনিত সমস্যা, মেরুরজ্জু ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ সমস্যা, বার্ধক্য ও খেলাধূলা জনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুক্তভোগী রোগীদের নিকট এই বিভাগ বর্তমানে আস্থার জায়গা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে সিআরপির ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা সেবার ব্যপ্তি বর্তমানে বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও সমাদৃত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে ফিজিওথেরাপি বিভাগ, সিআরপি তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী নানা জটিলতা প্রতিরোধে কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনর্বাসন সেবা চালু করেছে। এই সেবা সিআরপি-সাভার, মিরপুরসহ দেশব্যাপি অন্যান্য শাখাগুলোতেও শুরু হয়েছে। এছাড়াও ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন সেবা ও গবেষণায় এদেশের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি এসোসিয়েশন (বিপিএ)-এর সাথে সিআরপি, ফিজিওথেরাপি বিভাগ যৌথভাবে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

একীভূত, কার্যকরী, রোগীবান্ধব চিকিৎসা ব্যবস্থপনার দিকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সরকারী পর্যায়ে স্নাতক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক নিয়োগ হলে প্রান্তিক পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী রোগী ও প্রতিবন্ধীতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা সঠিক ও মান সম্পন্ন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আমি মুজিব বর্ষে আয়োজিত বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে ফিজিওথেরাপি বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন